দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 30 APR 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে

অধ্যাপক মজিবর রহমানের কোন সন্ধান মিলছে না

।। মোনাজাতউদ্দিন/মলয় ভৌমিক।।

রাজশাহী, ২৯শে এপ্রিল।– রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের সেই সাহসী অধ্যাপক মজিবর রহমানের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বর্বর পাকিস্তানী বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে সেনানিবাসে পরিণত করার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উপস্থিত থেকেই এই দেশপ্রেমিক কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

নরপশুদের নির্মম নির্যাতনের ফলে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এই অধ্যাপককে সর্বশেষ উনিশশ' সাতাশি সালে রাজশাহী এলাকায় দেখা যায়। এরপর তিনি কোথায় গেছেন, কেমন আছেন এ খবর কেউ জানাতে পারেন না। তবে তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমরা দু'জন ব্যাপক অনুসন্ধান চালাচ্ছি।

স্বাধীনতার পর ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত একটি কাগজে অধ্যাপক মজিবর রহমান সম্পর্কে প্রথম খবর ছাপা হয়। এরপর বাহাত্তরের ৯ই মে তৎকালীন পূর্বদেশে ছাপা হয় মজিবর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানী সেনাছাউনিতে আটক থাকা অবস্থায় অধ্যাপক রহমান তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। প্রায় আঠারো বছর পর নব্বইয়ের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত "যখন ক্রীতদাসঃ স্মৃতি '৭১" গ্রন্থে নাজিম মাহমুদ পুনরায় অধ্যাপক মজিবর রহমানের কাহিনী তুলে ধরেন। নাজিম মাহমুদের এই বই পড়ে অনেক পাঠক অধ্যাপক রহমানের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী হয়ে সংবাদ–এর চিঠিপত্র কলামে চিঠি লেখেন। তারা মজিবর রহমানের ব্যাপারে একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশের জন্যেও অনুরোধ জানান।

সংবাদ–এ প্রকাশিত চিঠিপত্রের সূত্র ধরে আমরা অধ্যাপক মজিবর রহমানের ব্যাপারে অনুসন্ধান শুরু করি। প্রাথমিক অনুসন্ধান পর্যায়ে "যখন ক্রীতদাসঃ স্মৃতি ৭১" গ্রন্থের প্রণেতা নাজিম মাহমুদও অধ্যাপক মজিবর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ডঃ সুব্রত মজুমদারের সাথে আমরা কথা বলেছি। আমাদের সাথে কথা হয়েছে ডাক্তার শহিদুল ইসলামের, যিনি অধ্যাপক রহমানকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করার সময় সহযাত্রী ছিলেন।

"যখন ক্রীতদাসঃ স্মৃতি '৭১" গ্রন্থের প্রণেতা নাজিম মাহমুদ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক)। আমরা নাজিম মাহমুদের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাসভবনে গিয়ে অধ্যাপক রহমান সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি জানান, সাতাশি সালের দিকে রাজশাহী এলাকায় অধ্যাপক রহমানকে দেখা গেছে। ঐ সময়ে তিনি শহরের রাণী বাজারে অবস্থিত রাজশাহী বোর্ডিং অথবা তার আশপাশে কোথাও থাকতেন বলে জানা যায়। কিন্তু এরপর আর তাকে দেখা যায়নি।

নাজিম মাহমুদের সঙ্গে কথা বলে অধ্যাপক মজিবর রহমান সম্পর্কে আরো যা জানা যায় তাহল, কিছুটা খামখেয়ালী স্বভাবের এই ভদ্রলোক বিদেশ থেকে এম,এস ডিগ্রী শেষ করে উনিশশ' সাতষট্টি সালের দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। এর আগে তিনি পাকিস্তানের করাচীতে কিছুদিন অন্য চাকরি করেছেন। একাত্তরের মার্চ মাসের শেষে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে সেনানিবাস হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলে অধ্যাপক রহমান তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। পাকবাহিনীর গণহত্যা এবং বিশ্ব–বিদ্যালয়ের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে সেখানে সেনাছাউনি তৈরীর ঘটনার প্রতিবাদ করে তিনি উনত্রিশে এপ্রিল তারিখে রেজিস্ট্রারকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং যতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার মর্যাদা পুনরায় না ফিরে পায় ততদিন পর্যন্ত তিনি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এই চিঠি রেজিস্ট্রারকে দেয়ার পরেও কি কারণে অধ্যাপক রহমান তখনো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থেকে যান। তার এই 'ঔদ্ধত্যের' খেসারত তাকে দিতে হয়েছিল বেশ কয়েক মাস ধরে। মে মাসের বারো তারিখে একজন ক্যাপ্টেন তাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে আসে। অবিবাহিত অধ্যাপক রহমান এসময় বাসায় নিজ হাতে রান্না করছিলেন। কিন্তু রান্নার কাজ তিনি শেষ করতে পারেননি। রাজশাহী, পাবনা ও নাটোর কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পে প্রায় চার মাস আটকে রাখার পর পাঁচই সেপ্টেম্বর যখন তাকে ছেড়ে দেয়া হল, তখন তিনি বদ্ধ উন্মাদ–সমস্ত শরীরে তার পাকবর্বরতার চিহ্ন।

অধ্যাপক মজিবর রহমান এরপর বগুড়ার গ্রামের বাড়ী মাহারুলে চলে গিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পুনরায় ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন। থাকতেন জুবেরী অতিথি ভবনে। আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ হলেও ক্লাসলেকচার দেয়ার মত মানসিক ভারসাম্য তখনো তিনি ফিরে পাননি। সবার সাথে তিনি কথাও বলতেন না। এ অবস্থায় উনিশশ' পঁচাত্তর সালের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়ে তাকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

অধ্যাপক রহমানকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার শহিদুল ইসলাম (যিনি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা)। আমরা তার সাথেও কথা বলেছি। তিনি জানান, একহারা চেহারার ঐ ভদ্রলোক সিজো–ফ্রেনিয়া রোগে ভুগছিলেন। তাকে কত তারিখে পাবনা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা তার সঠিক মনে নেই। তবে পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে রেখে আসার বছর খানেক পরে তিনি পুনরায় অধ্যাপক রহমানকে বিশ্ববিদ্যালয় জুবেরী অতিথি ভবনে দেখেছিলেন।

অধ্যাপক মজিবর রহমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী গণিত বিভাগের অধ্যাপক সুব্রত রায়, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অধ্যাপক রায় তার ক্যাম্পাসের পূর্বপাড়ায় অবস্থিত বাসাটি ছেড়ে চলে গেলে মজিবর রহমান ঐ বাসাতেই অবস্থান নিয়েছিলেন। তাকে পাকবাহিনী ধরেও নিয়ে যায় ঐ বাসা থেকেই।

অধ্যাপক সুব্রত রায় জানান, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মজিবর রহমানের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছরের মত। পঁচিশে মার্চ পাকবাহিনী যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করে তখন মজিবর রহমানকে একজন ক্যাপ্টেন চড় মেরেছিল। অধ্যাপক রহমানের 'অপরাধ' ছিল বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ছিল তার নাম।

নাজিম মাহমুদ এবং অধ্যাপক সুব্রত মজুমদারের কথা অনুযায়ী আমরা রাজশাহী শহরের রাণী বাজার এলাকাতে অনুসন্ধান চালাই। কিন্তু বছরখানেক আগেই রাজশাহী বোর্ডিং বন্ধ হয়ে গেছে। অধ্যাপক মজিবর রহমানের খোঁজ এখন পর্যন্ত এলাকার কেউ দিতে পারেনি।